দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্ ।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎস্মারিতেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ভাগবতঃ**—মহান্ ভক্ত; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ক্ষত্রা**—বিদুরের দ্বারা; **বার্তাম্**—বার্তা; **প্রিয়-আশ্রয়াম্**—প্রিয়তম সম্বন্ধীয়; **প্রতিবক্তুম্**—উত্তর দিতে; **ন**—নয়; **চ**—ও; **উৎসেহে**—উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—উৎকণ্ঠাবশত; **স্মারিত**—স্মরণ; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বিদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধীয় কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন ভগবৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষম হলেন।

শ্লোক ২

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ**—পাঁচ; **হায়নঃ**—বয়স্ক; **মাত্রা**—তাঁর মায়ের দ্বারা; **প্রাতঃ-আশায়**—প্রাতরাশের জন্য; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—ইচ্ছা করতেন; **রচয়ন্**—খেলা করে; **যস্য**—যাঁর; **সপর্যাম্**—পরিচর্যা; **বাল-লীলয়া**—বাল্যাবস্থায়।

অনুবাদ

তিনি বাল্যকালে, পাঁচ বছর বয়সে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর মা তাঁকে প্রাতরাশ করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না।

তাৎপর্য

জন্ম থেকেই উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভক্ত বা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই তিনি শৈশব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপবিশিষ্ট পুতুল নিয়ে, খেলার ছলে তাঁকে সাজাতেন, ভোগ নিবেদন করতেন এবং পূজা করতেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন। এইগুলি হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ জীবের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধ জীব হচ্ছেন এমন এক ভগবদ্ভক্ত যিনি কখনও ভগবানকে ভুলে যান না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবের এই সুপ্ত প্রবণতাকে জাগরিত করা। এই জাগরণ যত শীঘ্র সম্ভব হয়, তত শীঘ্রই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সদ্ভক্ত পরিবারে শিশু নানাভাবে ভগবানের সেবা করার সুযোগ পায়। যে জীব ইতিমধ্যেই ভক্তিমার্গে উন্নতিসাধন করেছেন, তিনি এই প্রকার সংস্কারসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—এমনকি যোগভ্রষ্ট ভক্তও শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান। এই উভয় পরিবারেই সুপ্ত ভগবৎ চেতনাকে সহজেই জাগরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়। কেননা সেই সমস্ত পরিবারে নিয়মিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় এবং তার ফলে শিশু সেই অর্চনের পদ্ধতি অনুকরণ করার সুযোগ পায়।

পাঞ্চরাত্রিকী বিধিতে মানুষদের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেওয়ার পন্থা হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁর শৈশবে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে খেলা করতেন। ভারতবর্ষে ভাল পরিবারে শিশুদের এখনও শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের অথবা অন্য দেবতাদের রূপসমন্বিত পুতুল নিয়ে খেলতে দেওয়া হয়, যার ফলে তারা ভগবানের সেবা করার প্রবণতা বিকশিত করতে পারে। ভগবানের কৃপায় আমাদের পিতামাতা আমাদের এই সুযোগ প্রদান করেছিলেন, এবং এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৩

স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ ।
পৃষ্টো বার্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥

সঃ—উদ্ধব; **কথম্**—কিভাবে; **সেবয়া**—এই প্রকার সেবার দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **কালেন**—যথাসময়ে; **জরসম্**—বার্ধক্য; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসা করা হলে; **বার্তাম্**—বার্তা; **প্রতিব্রূয়াৎ**—উত্তর দেবার জন্য; **ভর্তুঃ**—ভগবানের; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন, এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা জড়জাগতিক কার্যকলাপ নয়। ভক্তের সেবাবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তা কখনই শিথিল হয় না। সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপ্রাকৃত সেবায় কখনই তৃপ্তি হয় না, এবং তাই তা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। জড়জাগতিকভাবে কোন মানুষ যখন তার জড় দেহ দিয়ে কোন কার্য করে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলা হয়, কিন্তু প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় কোন রকম শ্রমের অনুভূতি হয় না। কেননা তা চিন্ময় সেবা এবং তা দৈহিক স্তরে সম্পাদিত হয় না। দৈহিক স্তরের সেবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়, কিন্তু আত্মা কখনও জড়াগ্রস্ত হয় না, এবং তাই চিন্ময় স্তরে সেবা কখনও ক্লান্তিজনক নয়।

নিঃসন্দেহে উদ্ধব বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর আত্মা বৃদ্ধ হয়েছিল। তখন তাঁর সেবার মনোভাব অপ্রাকৃত স্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তাই বিদুর তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর পরম প্রভুর প্রসঙ্গে প্রতিটি কথা স্মরণ হয়েছিল এবং তাঁর জড়জাগতিক স্তরে দেহচেতনার বিস্মৃতি হয়েছিল। এইটিই হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ, যা পরে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হবে (*লক্ষণং ভক্তিযোগস্য*, ইত্যাদি)।

শ্লোক ৪

স মুহূর্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—উদ্ধব; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিকের জন্য; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **তূষ্ণীম্**—পূর্ণরূপে মৌন; **কৃষ্ণ-অঙ্ঘ্রি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **ভৃশম্**—প্রগাঢ়রূপে; **তীব্রেণ**—অত্যন্ত প্রবলভাবে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তি; **নিমগ্নঃ**—তন্ময়; **সাধু**—সুষ্ঠুভাবে; **নির্বৃতঃ**—পূর্ণ প্রেমে।

অনুবাদ

ক্ষণকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর দেহ অচল হয়ে রইল। তীব্র ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণরূপ অমৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন, এবং তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে মগ্ন হচ্ছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্ন শুনে উদ্ধব যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বিস্মৃত হওয়ার ফলে তিনি যেন অনুশোচনা করছিলেন। এইভাবে তিনি যখন পুনরায় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি এক দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন, যা শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে তিনি অনুভব করতেন। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর স্মরণ এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উদ্ধব প্রথমে ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণরূপে মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে তিনি যেন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর দিব্য আনন্দে মগ্ন হচ্ছিলেন। ভগবানের অতি উন্নত ভক্তদের মধ্যে এই আনন্দানুভূতি প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে দেহে আট প্রকার অপ্রাকৃত বিকার দেখা যায়—অশ্রু, দেহের কম্পন, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি। বিদুরের উপস্থিতিতে উদ্ধবের শরীরে এই সমস্ত বিকারগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ৫

পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥

পুলক-উদ্ভিন্ন—দিব্যভাবের প্রভাবে শারীরিক পরিবর্তন; **সর্ব-অঙ্গঃ**—শরীরের প্রতিটি অঙ্গে; **মুঞ্চন্**—ঝরে পড়তে লাগল; **মীলৎ**—ঈষৎ উন্মীলিত; **দৃশা**—চোখ থেকে; **শুচঃ**—অশ্রু; **পূর্ণ-অর্থঃ**—কৃতার্থ; **লক্ষিতঃ**—দর্শন করে; **তেন**—বিদুরের দ্বারা; **স্নেহ-প্রসর**—প্রগাঢ় প্রেম; **সম্প্লুতঃ**—নিমগ্ন হলেন।

অনুবাদ

বিদুর পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ উদ্ধবের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিদুর বুঝতে পারলেন যে, উদ্ধব প্রগাঢ় ভগবৎ প্রেমলাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অভিজ্ঞ ভক্ত বিদুর সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তির লক্ষণসমূহ দর্শন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, উদ্ধব ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। দিব্যভাব অনুভবের ফলে দেহে যে বিকারসমূহ প্রকাশ পেতে দেখা যায়, তা চিন্ময় স্তরের বিষয়, তা অভ্যাস দ্বারা প্রকাশিত কৃত্রিম অভিব্যক্তি নয়। ভক্তির বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করার বৈধী ভক্তির স্তর, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তির রস আস্বাদন করে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করা, এবং চরম স্তরটি হচ্ছে দিব্যপ্রেম অনুভব করা, যার লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় দেহের অপ্রাকৃত অভিব্যক্তির মাধ্যমে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি ভক্তির ন'টি অঙ্গের অনুশীলনের মাধ্যমে এই পন্থাটি শুরু হয়। নিয়মিতভাবে ভগবানের মহিমা এবং লীলাবিলাস শ্রবণ করার ফলে হৃদয়ের কলুষ বিধৌত হতে শুরু হয়। মানুষ যতই এই কলুষ থেকে মুক্ত হয়, ততই সে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়। ক্রমশ এই অনুশীলন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের রূপ নেয়। ভগবদ্ভক্তির এই ক্রমবিকাশ ভগবৎ প্রেমকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে এবং ভগবদ্ভক্তির সেই চরম স্তরে অন্যান্য লক্ষণসমূহ, যথা—স্নেহ, মান, রাগ ও অনুরাগ আদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে মহাভাবের স্তরে উন্নীত হয়, যা সাধারণত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবৎ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য ভাবের এই সমস্ত অবস্থা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য শ্রীল রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের অঙ্গে প্রকাশিত দিব্য লক্ষণসমূহ সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা 'দি নেক্টার অভ্ ডিভোশন্' নামক গ্রন্থে এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সারাংশ বর্ণনা করেছি। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

শ্লোক ৬

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥ ৬ ॥

শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **লোকাৎ**—আলয় থেকে; **নৃলোকম্**—মনুষ্যলোকে; **পুনঃ আগতঃ**—ফিরে এসে; **বিমৃজ্য**—মুছে; **নেত্রে**—চক্ষু; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **আহ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **উৎস্ময়ন্**—সেই সমস্ত স্মৃতির দ্বারা।

অনুবাদ

মহান্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম থেকে মনুষ্যলোকে ফিরে এলেন, এবং চোখ মুছে তাঁর পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ প্রেমের দিব্য ভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বাহ্য জগতের সব কিছু ভুলে গিয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এই জগতের পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত বর্তমান শরীরে অবস্থান করলেও, তিনি সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধামে বিরাজ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে জড়-জাগতিক স্তরে থাকেন না, কেননা তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। উদ্ধব যখন বিদুরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি ভগবদ্ধাম দ্বারকা থেকে মনুষ্যলোকের জড় স্তরে নেমে এসেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই কেবল জড় জগতে বিরাজ করেন, কোন জাগতিক কারণে নয়। জীব তার অস্তিত্বের অবস্থান অনুসারে জড় জগতে অথবা ভগবানের দিব্য ধামে থাকতে পারে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনায় জীবের বদ্ধ অবস্থার পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—"সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জীবেরা জন্ম-জন্মান্তরে তাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিতে রুচিলাভ করতে পারে। এই রুচি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বীজ, এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই বীজ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সেই

বীজটিকে হৃদয়ে রোপণ করেন। সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করার ফলে তা অঙ্কুরিত হয়। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করতে হয় ভগবানের দিব্য নাম এবং লীলাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে। এইভাবে ভক্তিলতা বীজ পুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, এবং মালীরূপে ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে তাতে জল সিঞ্চন করতে থাকেন। সেই ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে, তারপর তা আরও বর্ধিত হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছয়। ভক্ত মালী এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে ভগবদ্ধামের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। একটি লতা যেমন কোন বলবান বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তেমনি ভক্তিলতা ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক পুষ্ট হয়ে ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করে স্থিরতা লাভ করে। সেই লতাটি এইভাবে স্থির হওয়ার পর তাতে ফল ফলতে শুরু করে, এবং যে মালী সেই লতাটির পুষ্টিসাধন করেছেন, তিনি তখন সেই ভগবৎ প্রেমরূপ ফল আস্বাদন করতে সক্ষম হন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়।" উদ্ধব যে সেই স্তর লাভ করেছিলেন, তাঁর আচরণের মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ভগবানের পরম ধামে পৌঁছতে পারতেন, আবার এই জগতেও প্রকট হতে পারতেন।

শ্লোক ৭

উদ্ধব উবাচ

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ৭ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **কৃষ্ণ-দ্যুমণি**—কৃষ্ণরূপ সূর্য; **নিম্লোচে**—অস্তমিত হওয়াতে; **গীর্ণেষু**—গিলিত হয়ে; **অজগরেণ**—অজগর সর্প কর্তৃক; **হ**—অতীতে; **কিম্**—কি; **নু**—আর; **নঃ**—আমাদের; **কুশলম্**—কুশল; **ব্রূয়াম্**—আমি বলতে পারি; **গত**—গত হয়েছে; **শ্রীষু**—ঐশ্বর্য; **গৃহেষু**—গৃহে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রিয় বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, অতএব আমাদের কুশল সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তাৎপর্য

কৃষ্ণসূর্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন। বিদুর যখন আভাস পেয়েছিলেন যে, মহান্ যদুবংশ এবং তাঁর স্বীয় পরিবার কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছে, তখন তিনি গভীর শোকে অভিভূত হন। উদ্ধব বিদুরের শোক বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন যে, সূর্যাস্তের পর সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। যেহেতু সারা জগৎ শোকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তাই বিদুর কিংবা উদ্ধব অথবা অন্য কারোর পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। উদ্ধবও বিদুরের মতোই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁদের কুশল সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলার ছিল না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অন্ধকার অনুভব করে, তা উদয়ের সময় হোক অথবা অস্তের সময়েই হোক, সূর্যকে প্রভাবিত করে না। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঠিক সূর্যেরই মতো। তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হন ও অপ্রকট হন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁর দিব্য জ্যোতিতে সারা ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে তিনি চলে যান, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তাঁর লীলা কিন্তু নিত্য। সূর্য যেমন পূর্ব গোলার্ধে অথবা পশ্চিম গোলার্ধে বর্তমান থাকে, ঠিক তেমনি ভগবানও কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সব সময় উপস্থিত থাকেন। সূর্য সর্বদাই বর্তমান—হয় ভারতে নয়তো আমেরিকায়, কিন্তু ভারতবর্ষে যখন সূর্য থাকে, তখন আমেরিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর সূর্য যখন আমেরিকায় থাকে, তখন যে গোলার্ধে ভারতবর্ষ অবস্থিত, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

সূর্য যেমন সকালে উদিত হয়ে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগনে উঠে তারপর এক গোলার্ধে অস্তমিত হয় এবং সেই সময় আরেক গোলার্ধে উদিত হয়, ঠিক তেমনি এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন লীলার আরম্ভ একই সময়ে হয়। এখানে এক লীলার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আরেক ব্রহ্মাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে তাঁর নিত্যলীলা নিরন্তর হচ্ছে। সূর্যের উদয় যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় একবার হয়, তেমনি ব্রহ্মার একদিনে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা একবার সম্পন্ন হয়। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার এক দিনের সময়সীমা চার শত ত্রিশ কোটি বছর। কিন্তু ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, শাস্ত্রে বর্ণিত তাঁর সমস্ত লীলাসমূহই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যাস্তের পর যেমন সর্পগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, চোরেরা অনুপ্রাণিত হয়, ভূত-প্রেতেরা সক্রিয় হয়, পদ্ম ফুল মলিন বর্ণ হয় এবং চক্রবাকী ক্রন্দন করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর নাস্তিকেরা আনন্দিত হয়, এবং ভক্তেরা দুঃখিত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৮

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি ।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥ ৮ ॥

দুর্ভগঃ—দুর্ভাগা; **বত**—নিশ্চয়ই; **লোকঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **অয়ম্**—এই; **যদবঃ**—যদুবংশ; **নিতরাম্**—বিশেষভাবে; **অপি**—ও; **যে**—যারা; **সংবসন্তঃ**—একত্রে বাস করে; **ন**—করেনি; **বিদুঃ**—জানা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মীনাঃ**—মাছেরা; **ইব উড়ুপম্**—চন্দ্রের মতো।

অনুবাদ

সমস্ত গ্রহলোকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী, এবং তার থেকে অধিক দুর্ভাগা হচ্ছে যদুবংশের সদস্যরা, কেননা তাঁরা শ্রীহরিকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্র সমুদ্রে থাকার সময় মাছেরা তাঁকে চিনতে পারেনি।

তাৎপর্য

এই জগতের যে সমস্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দিব্য গুণাবলী দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে পারেনি, সেই সমস্ত দুর্ভাগাদের জন্য উদ্ধব শোক করেছেন। কংসের কারাগারে আবির্ভাব থেকে শুরু করে তাঁর মৌষললীলা পর্যন্ত যদিও তিনি তাঁর ঐশ্বর্য, শক্তি, যশ, জ্ঞান, রূপ ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্যের মাধ্যমে ভগবানের শক্তির প্রদর্শন করেছেন, তা সত্ত্বেও এই জগতের মূর্খ মানুষেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেনি। মূর্খ মানুষেরা তাঁকে একজন অসাধারণ ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করতে পারে, কেননা তাঁর সঙ্গে তাদের কোন অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু যদুবংশীয়রা অধিক দুর্ভাগা, কেননা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি। উদ্ধব তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যও শোক করেছেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানা সত্ত্বেও তিনি ভক্তিসহকারে তাঁর সেবা করে সেই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। তিনি সকলের দুর্ভাগ্যের জন্য শোক করেছেন, এমনকি, তাঁর নিজেরও

দুর্ভাগ্যের। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিজেকে সবচাইতে দুর্ভাগা বলে মনে করেন। তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের প্রতি তাঁদের অত্যধিক প্রেম এবং বিরহ বেদনার অপ্রাকৃত অনুভূতি।

শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ক্ষীর সমুদ্রে। উচ্চতর লোকে ক্ষীর সমুদ্র রয়েছে, এবং সেখানে পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের অন্তঃকরণের নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থান করেন। যারা লবণ সমুদ্র ছাড়া আর কিছু দর্শন করেনি বলে ক্ষীর সমুদ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই পৃথিবীর আরেকটি নাম হচ্ছে গো, যার অর্থ হচ্ছে গাভী। গাভীর মূত্র লবণাক্ত, এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে যকৃতের রোগীদের জন্য গাভীর মূত্র অত্যন্ত কার্যকরী। সেই সমস্ত রোগীদের গাভীর দুগ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, কেননা যকৃতের রোগীদের কখনও দুধ দেওয়া হয় না। কিন্তু সে নিজে কখনও গাভীর দুগ্ধ আস্বাদন না করলেও তার জেনে রাখা উচিত যে, গাভীর দুধও রয়েছে। তেমনি, যে সমস্ত মানুষ কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রহটি সম্বন্ধে অবগত যেখানে লবণ জলের সমুদ্র রয়েছে, তারা চাক্ষুষ দর্শন না করলেও শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যে, দুধেরও সমুদ্র আছে। এই ক্ষীর সমুদ্র থেকে চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ক্ষীর সমুদ্রের মাছেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাদেরই মতো একটি মাছ বলে মনে করেছিল। বড় জোর তারা মনে করেছিল যে, এটি একটি উজ্জ্বল পদার্থ, এর বেশি কিছু নয়। যে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেনি, তারা ঠিক সেই মাছেদের মতো। তারা মনে করে যে, তিনি হচ্ছেন তাদের থেকে একটু বেশি ঐশ্বর্য, বীর্য ইত্যাদি সমন্বিত একটি মানুষ। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) এই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সবচাইতে দুর্ভাগা বলে বর্ণনা করা হয়েছে,—*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।*

শ্লোক ৯

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ ।
সাত্বতামৃষভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৯ ॥

ইঙ্গিত-জ্ঞাঃ—চিত্তস্থ ভাব যিনি জানেন; **পুরু-প্রৌঢ়াঃ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; **এক**—এক; **আরামাঃ**—বিশ্রাম; **চ**—ও; **সাত্বতাঃ**—ভক্ত, অথবা আপনজন; **সাত্বতাম্ ঋষভম্**—পরিবারের প্রধান; **সর্বে**—সকলে; **ভূত-আবাসম্**—সর্বব্যাপী; **অমংসত**—ভাবতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

যাদবেরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ভক্ত, তাঁরা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্যামীরূপেই জানতেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মাকে মেধা অথবা মানসিক শক্তির দ্বারা জানা যায় না—*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন* (কঠোপনিষদ ১/২/২৩)। যাঁরা তাঁর কৃপালাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। যাদবেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে জানা সত্ত্বেও, তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পারেননি। তাঁদের এই অজ্ঞানতার কারণ তাঁদের অপর্যাপ্ত বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য নয়, পক্ষান্তরে তা ছিল তাঁদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা এমনকি তাঁকে পরমাত্মা বলেও জানতেন না, কেননা তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন কেবল তাঁদের পরম প্রেমাস্পদ। তাঁরা জানতেন না যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদুবংশীয়রা বা দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বা সর্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে জানতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতেন না। বেদবেত্তারূপে বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা অবগত হয়েছিলেন যে—*একো দেবঃ.....সর্বভূতাধিবাসঃ .....অন্তর্যামী.....*এবং *বৃষ্ণীনাং পরদেবতা.....*। তাই যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পরিবারে আবির্ভূত পরমাত্মারূপে জানতেন, তার থেকে অধিক আর কিছু নয়।

শ্লোক ১০

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥ ১০ ॥

দেবস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **স্পৃষ্টাঃ**—সম্পর্কিত হয়ে; **যে**—তারা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্যেরা; **অসৎ**—মায়িক; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **ভ্রাম্যতে**—বিভ্রান্ত করে; **ধীঃ**—বুদ্ধিমত্তা; **ন**—না; **তৎ**—তাদের; **বাক্যৈঃ**—বাক্যের দ্বারা; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **উপ্ত-আত্মনঃ**—শরণাগত আত্মা; **হরৌ**—ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য-সহ সমস্ত আচার্যেরা তাঁর ভগবত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা তাঁকে বিভিন্নরূপে স্বীকার করেছিলেন, এবং তাই ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের বিচার বিবেচনাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সাধারণত, যাঁদের প্রামাণিক শাস্ত্রে বিশ্বাস রয়েছে, তাঁরা তাঁকে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকার করেছেন, এবং এই পৃথিবী থেকে তাঁর অপ্রকটের পর তাঁরা সকলে মহান্ শোকে নিমগ্ন হয়েছিলেন। প্রথম স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের বিষাদ আলোচনা করেছি, যাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান তাঁদের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অসহ্য ছিল।

যাদবেরা কেবল আংশিকভাবে ভগবান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মহিমান্বিত, কেননা ভগবানের সাথে সঙ্গ করার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল, এবং যাঁরা তাঁদের বংশের প্রধানরূপে আচরণ করেছিলেন, তাঁরাও ঘনিষ্ঠভাবে ভগবানের সেবা করেছিলেন। যারা ভ্রান্তিবশত ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, যাদবেরা ও ভগবানের অন্যান্য ভক্তেরা তাদের থেকে ভিন্ন। এই প্রকার মানুষেরা অবশ্যই মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। তারা নারকী এবং ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। মায়াশক্তি তাদেরকে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবিত করে, কেননা তাদের উচ্চ জড় শিক্ষা সত্ত্বেও তারা শ্রদ্ধাহীন এবং নাস্তিক্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষরূপে প্রমাণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, এবং তারা মনে করে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং জরাসন্ধ আদি আসুরিক রাজাদের হত্যা করার চক্রান্ত করে বহু পাপ করার দরুন একজন ব্যাধ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। এই সমস্ত মানুষেরা ভগবদ্গীতার বাণী, *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি* —ভগবান কখনও কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না—তাতে বিশ্বাস করে না। নাস্তিকদের মতে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ আদি পাপকর্ম সম্পাদন করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিবার যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এই প্রকার কৃষ্ণনিন্দা ভগবানের ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না, কেননা তাঁরা সব কিছু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের

বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় ন। কিন্তু যারা অসুরদের কথায় বিচলিত হয়, তারাও নিন্দনীয়। এই শ্লোকে উদ্ধব সেই কথাই বলেছেন।

শ্লোক ১১

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ১১ ॥

প্রদর্শ্য—প্রদর্শন করে; **অতপ্ত**—অনুশীলন না করে; **তপসাম্**—তপস্যা; **অবিতৃপ্ত-দৃশাম্**—দর্শনের লালসা তৃপ্তি লাভ করে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **আদায়**—গ্রহণ করে; **অন্তঃ**—অন্তর্ধান; **অধাৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **স্ব-বিম্বম্**—তাঁর স্বরূপ; **লোক-লোচনম্**—জনসাধারণের দৃষ্টিতে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অবিতৃপ্তদৃশাম্* শব্দটি সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিভিন্নভাবে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা সর্বদাই তাদের সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়, কেননা এইভাবে তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। এই সম্পর্কে জলের মাছের ডাঙায় অবস্থিতির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ যদি একটি মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলে এনে নানাপ্রকার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তাহলে সেই মাছটি কখনও সুখী হতে পারে না। জীবাত্মা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য প্রভাবেই সুখী হতে পারে, অন্য কোন উপায়েই নয়। ভগবানের অন্তহীন এবং অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেই চিন্ময় জগতে জীবের অন্তহীন আনন্দের ব্যবস্থা রয়েছে।

বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় প্রদর্শিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেন। তিনি আসেন বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় শাশ্বত ভগবদ্ধামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু ভগবানের লীলাসমূহ

দর্শন করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পুণ্যের অভাবে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। বৈদিক বিধি অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের পুণ্যের পথে পরিচালিত করা। নিষ্ঠাসহকারে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সততা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা আদি গুণাবলী অর্জিত হয়, এবং তার ফলে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি সাধনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কেবল এই প্রকার দিব্য দৃষ্টির ফলে সমস্ত জড়জাগতিক বাসনা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়।

ভগবান যখন প্রকট ছিলেন, তখন তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার ফলে যাঁরা তাঁদের সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষাসমূহ তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে তাঁর ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যারা যথাযথভাবে ভগবানকে দর্শন করতে না পারার ফলে তাদের জড়জাগতিক কামনা বাসনার প্রতি আসক্ত ছিল, তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেনি। এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান তাঁর শাশ্বত সনাতনরূপেই লোকদৃষ্টি থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন। ভগবান সশরীরে এই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বদ্ধ জীবেরা সাধারণত যে ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, সেইভাবে তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেননি। ভগবান একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো দেহত্যাগ করেছিলেন—অবিশ্বাসী অভক্তদের এই ধরনের অপপ্রচার, এই বর্ণনার দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন নাস্তিক অসুরদের অনাবশ্যক ভার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য, এবং সেই কার্য সম্পাদন করার পর তিনি লোকদৃষ্টি থেকে অপ্রকট হন।

শ্লোক ১২

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—তাঁর যে নিত্যরূপ; **মর্ত্য**—মর্ত্যলোক; **লীলা-উপয়িকম্**—লীলার উপযুক্ত; **স্ব-যোগ-মায়া-বলম্**—অন্তরঙ্গা শক্তির বল; **দর্শয়তা**—প্রদর্শন করার জন্য; **গৃহীতম্**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিস্মাপনম্**—বিস্ময়জনক; **স্বস্য**—তাঁর নিজের;

চ—এবং; সৌভগ-ঋদ্ধেঃ—ঐশ্বর্যের; পরম্—পরম; পদম্—পদ; ভূষণ—অলঙ্কার, ভূষণ-অঙ্গম্—অলঙ্কারের।

অনুবাদ

ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*) অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের থেকেও অধিক উৎকৃষ্ট। তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান অথবা বৈরাগ্যে কেউই তাঁর অধিক নয় অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁকে একজন মানুষের মতো বলে মনে হয়েছিল, কেননা তিনি এই মর্ত্যলোকে লীলাবিলাসের উপযুক্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ রূপ নিয়ে মানবসমাজে আবির্ভূত হননি; কেননা তাহলে তা তাঁর লীলার উপযোগী হত না। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হলেও ছ'টি ঐশ্বর্যের কোনটিতেই কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। এই জগতে সকলেই তাদের ঐশ্বর্যের গর্বে কমবেশি গর্বিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মানবসমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই অতিক্রম করেছিলেন।

ভগবানের লীলা যখন লোকচক্ষের গোচরীভূত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রকট, আবার তিনি যখন অগোচর হন, তখন তাকে বলা হয় অপ্রকট। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের লীলা কখনও বন্ধ হয় না, যেমন সূর্য কখনও আকাশ থেকে চলে যায় না। গগন মার্গে সূর্য সর্বদাই তার সঠিক কক্ষে বর্তমান, কিন্তু কখনও কখনও তা আমাদের সীমিত দৃষ্টির গোচরীভূত হয় এবং কখনও কখনও অগোচর হয়। তেমনই, ভগবানের লীলা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই অনুষ্ঠিত হয়, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অপ্রাকৃত ধাম দ্বারকা থেকে অপ্রকট হন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল সেখানকার সকলের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলেন। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, মর্ত্যলোকে লীলাবিলাসের উপযোগী তাঁর চিন্ময় শরীর তাঁর বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ স্বরূপ থেকে কিছুটা নিম্নমানের। মর্ত্যলোকে

প্রকটিত ভগবানের এই রূপ সর্বোত্তম লীলা। মর্ত্যলীলায় প্রদর্শিত তাঁর করুণা বৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান কেবল নিত্যমুক্ত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, কিন্তু মর্ত্যলোকে তিনি অধঃপতিত নিত্যবদ্ধদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ। মর্ত্যলোকে যোগমায়ার প্রভাবে তিনি যে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শন করেন, তা বৈকুণ্ঠলোকেও বিরল। তাঁর সমস্ত লীলা জড়া শক্তির দ্বারা প্রকটিত হয় না, পক্ষান্তরে তাঁর চিৎ শক্তির দ্বারাই তা প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনে তাঁর রাসলীলা এবং ষোল হাজার মহিষীসহ গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের নারায়ণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, অতএব মর্ত্যলোকের সাধারণ জীবদের কি আর কথা। তাঁর লীলা শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি তাঁর অবতারদের কাছেও আশ্চর্যজনক। তাঁর ঐশ্বর্য এতই শোভনীয় ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন বৈকুণ্ঠাধিপতিও তাঁর লীলাসমূহের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ১৩ ॥

যৎ—যেই রূপ; **ধর্ম-সূনোঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; **বত**—নিশ্চয়ই; **রাজসূয়ে**—রাজসূয় যজ্ঞে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দৃক্**—দৃষ্টি; **স্বস্ত্যয়নম্**—আনন্দদায়ক; **ত্রি-লোকঃ**—ত্রিভুবন; **কার্ৎস্ন্যেন**—সমগ্র; **চ**—এইভাবে; **অদ্য**—আজ; **ইহ**—ব্রহ্মাণ্ডে; **গতম্**—অতিক্রম করেছে; **বিধাতুঃ**—স্রষ্টার (ব্রহ্মার); **অর্বাক্**—আধুনিক মানবজাতি; **সৃতৌ**—জড় জগতে; **কৌশলম্**—দক্ষতা; **ইতি**—এইভাবে; **অমন্যত**—অনুমান করেছিল।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রূপ দর্শন করে এই অনুমান করেছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্য নির্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তা সমস্তই এই শ্রীমূর্তি প্রকাশে নিঃশেষিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করার মতো কিছুই ছিল না। জড় জগতের সবচাইতে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে নীল

কমল অথবা পূর্ণ চন্দ্রের তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সৌন্দর্যের কাছে পদ্ম ফুলের ও চন্দ্রের সৌন্দর্য পরাজিত হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর জীব দেবতাগণের কাছেই এই রকম মনে হয়েছিল। দেবতারা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের মতো শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মার সৃষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সৌন্দর্য রচনা করার সামর্থ্য ব্রহ্মার নেই। কেউই শ্রীকৃষ্ণের স্রষ্টা নন; পক্ষান্তরে তিনি ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলেছেন—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*।

শ্লোক ১৪

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ১৪ ॥

যস্য—যাঁর; **অনুরাগ**—আসক্তি; **প্লুত**—বর্ধিত; **হাস**—হাস্য; **রাস**—প্রমোদ; **লীলা**—লীলা; **অবলোক**—দৃষ্টি; **প্রতিলব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **মানাঃ**—অভিমান; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজাঙ্গনাগণ; **দৃগ্ভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **অনুপ্রবৃত্ত**—অনুসরণ করে; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **অবতস্থুঃ**—মৌনভাবে বসেছিলেন; **কিল**—যথার্থই; **কৃত্য-শেষাঃ**—গৃহস্থালীর কর্তব্য সমাপ্ত না করে।

অনুবাদ

হাস্য, প্রমোদ ও দৃষ্টি বিনিময়ের লীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাঁদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হয়েছিল, এবং তাঁদের স্ব-স্ব কার্য সমাপ্ত না হলেও, তাঁরা নিশ্চেষ্টের মতো অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে বাল্যাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমবয়সী গোপবালিকাদের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত প্রেমের ফলে তাঁদের 'দুরন্ত সখা'-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। গোপবালিকাদের প্রতি ভগবানের প্রেম এতই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁর দিব্য ভাবের কোন তুলনা করা সম্ভব নয়। ব্রজবালিকারাও তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁদের প্রেম ব্রহ্মা,

শিব আদি মহান দেবতাদের প্রেম থেকেও অধিক ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে ব্রজগোপিকাদের অপ্রাকৃত প্রেমের কাছে পরাজিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁদের সেই ঋণ তিনি কখনও শোধ করতে পারবেন না। যদিও গোপিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাস্য পরিহাসে উত্ত্যক্ত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন চলে যেতেন, তখন তাঁরা তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারতেন না এবং তখন তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিত্তও তাঁর অনুগমন করত। সেই পরিস্থিতিতে তাঁরা এমনই স্তম্ভিত হতেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহস্থালীর কর্তব্যকর্মগুলি সমাপ্ত করতে পারতেন না। যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রেও কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবনের সীমা অতিক্রম করে কোথাও যান না। সেখানকার অধিবাসীদের অপ্রাকৃত প্রেমের জন্য তিনি নিত্যকাল সেখানেই থাকেন। এইভাবে যদিও এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরীভূত নন, তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বৃন্দাবন থেকে কোথাও যান না।

শ্লোক ১৫

স্বশান্তরূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেষনুকম্পিতাত্মা ।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥

স্ব-শান্ত-রূপেষু—ভগবানের শান্ত ভক্তদের; **ইতরৈঃ**—অন্যেরা, অভক্তেরা; **স্ব-রূপৈঃ**—তাদের প্রকৃতি অনুসারে; **অভ্যর্দ্যমানেষু**—পীড়িত হওয়ার ফলে; **অনুকম্পিত-আত্মা**—কৃপাসিন্ধু ভগবান; **পর-অবর**—চিন্ময় ও জড়; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মহৎ-অংশ-যুক্তঃ**—মহত্তত্ত্বের অংশসহ; **হি**—নিশ্চয়ই; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অপি**—যদিও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

চেতন ও জড় উভয় সৃষ্টিরই পরম কৃপাময় নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু যখন তাঁর শান্তশিষ্ট ভক্ত এবং জড়া প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মহত্তত্ত্বসহ অগ্নিসদৃশ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা স্বভাবতই শান্ত, কেননা তাঁদের কোন জড় আকাঙ্ক্ষা নেই। মুক্ত আত্মাদের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং তাই তাঁরা কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না। কেউ যখন কোন কিছু পেতে চায়, তখন তার সেই বস্তু হারানোর ফলে সে শোক করে। ভক্তদের কোন রকম জড় ধন-সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা নেই এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিরও কামনা নেই। তাঁরা তাঁদের কর্তব্যরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং তাঁরা কোথায় আছেন এবং কি রকম কর্ম তাঁদের করতে হবে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের কোন রকম চিন্তা থাকে না। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই জাগতিক অথবা পারমার্থিক সম্পদ লাভ করতে চান। কর্মীরা জড়জাগতিক বস্তু চান, আর জ্ঞানী ও যোগীরা চিন্ময় বস্তু লাভ করতে চান, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা জড় অথবা চিন্ময় কোন বস্তুই চান না। তাঁরা কেবল ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে জড় ও চেতন জগতে ভগবানের সেবাই করতে চান, এবং ভগবানও সর্বদাই তাঁর এই প্রকার ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাপরায়ণ।

কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীদের জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিশেষ মনোবৃত্তি থাকে, এবং তাই তাদের বলা হয় ইতর বা অভক্ত। এই সমস্ত ইতরেরা, এমনকি যোগীরা পর্যন্ত, কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তদের বিপর্যস্ত করে তোলে। দুর্বাসা মুনি একজন মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু মহান ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজকে তিনি হয়রান করেছিলেন। মহান কর্মী এবং জ্ঞানী হিরণ্যকশিপু তাঁর নিজের বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে কষ্ট দিয়েছিলেন। ইতরগণ কর্তৃক ভগবানের শান্ত ভক্তদের এইভাবে কষ্ট দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখন এই প্রকার সংঘর্ষ হয়, তখন ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর মহান করুণার বশবর্তী হয়ে, মহত্তত্ত্বের নিয়ন্ত্রক তাঁর অংশসমূহসহ ব্যক্তিগতভাবে অবতীর্ণ হন।

ভগবান জড় ও চিন্ময় জগতের সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তিনি আবির্ভূত হন। ঘর্ষণের ফলে যেমন সর্বত্র বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, সর্বব্যাপ্ত ভগবান তেমনই ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আবির্ভূত হন। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সমস্ত অংশ এবং কলাও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। তিনি যখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর অবতরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতভেদ হয়। কেউ বলেন, "তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।" কেউ বলেন, "তিনি নারায়ণের অবতার," এবং অন্য কেউ বলেন, "তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং

পরমেশ্বর ভগবান—*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—এবং নারায়ণ, পুরুষাবতার ও অন্যান্য অবতারেরা তাঁর লীলায় বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে আসেন। *মহদংশ-যুক্তঃ* বলতে বোঝাচ্ছে যে, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষাবতারেরা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈদিক মন্ত্রেও সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্* ।

যখন কংস এবং বসুদেব ও উগ্রসেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব ও উগ্রসেন ছিলেন ভগবানের ভক্ত, এবং কর্মী ও জ্ঞানীদের প্রতীক কংস ছিল অভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভরূপ সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সূর্য যেমন সকালে পদ্মফুলগুলিকে উজ্জীবিত করে, ঠিক তেমনই তিনি ধীরে ধীরে মথুরা অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। দ্বারকার মধ্য গগনে উদিত হওয়ার পর, সকলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন শোকসাগরে নিমজ্জিত করে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন, যা উদ্ধব বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৬

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে ।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ ব্যবাৎসীদ্যদনন্তবীর্যঃ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **খেদয়তি**—খেদ উৎপন্ন করে; **এতৎ**—এই; **অজস্য**—জন্মরহিতের; **জন্ম**—জন্ম; **বিড়ম্বনম্**—বিভ্রান্তিকর; **যৎ**—যা; **বসুদেব-গেহে**—বসুদেবের গৃহে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **চ**—ও; **বাসঃ**—বাস; **অরি**—শত্রু; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **ইব**—যেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পুরাৎ**—মথুরাপুরী থেকে; **ব্যবাৎসীৎ**—পলায়ন করেছিলেন; **যৎ**—যিনি; **অনন্ত-বীর্যঃ**—অসীম শক্তিশালী।

অনুবাদ

আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি—জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে ব্রজে বাস করেছিলেন, এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছিলেন— এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ঘটনা আমার মনে খেদ উৎপন্ন করে।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ যাঁর থেকে সব কিছু এবং সকলের সৃষ্টি হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ* (ভগবদ্গীতা ১০/৮), *জন্মাদ্যস্য যতঃ* (বেদান্তসূত্র ১/১/২)—কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহান নয়। ভগবান পরম পূর্ণ, এবং তিনি যখন পুত্ররূপে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অথবা শত্রুতার পাত্ররূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি তা এত সুন্দরভাবে অভিনয় করেন যে, উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তও বিমোহিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উদ্ধব ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিত্য, এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হতে পারে না অথবা চিরকালের জন্য তিনি অন্তর্হিত হতে পারেন না, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা তাঁর সর্বোচ্চ মহিমার পূর্ণতা প্রদান করার নিখুঁত আয়োজন। এই সমস্তই তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্য। পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রের সঙ্গে খেলা করতে করতে ধরাশায়ী হন যেন তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছেন, তা কেবল তাঁর শিশুপুত্রের আনন্দবিধানের জন্য, অন্য কোন কারণে নয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর পক্ষে জন্মগ্রহণ করা অথবা জন্মগ্রহণ না করা, জয় ও পরাজয়, ভয় ও নির্ভয়তা আদি পরস্পরবিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য করা সম্ভব। শুদ্ধ ভক্ত ভালভাবে জানেন কিভাবে ভগবানের পক্ষে বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব, কিন্তু তিনি অভক্তদের জন্য শোক করেন, যারা ভগবানের পরম মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাঁকে একজন কল্পনা-প্রসূত ব্যক্তি বলে মনে করে, কেননা তাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আপাতবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই; যখন আমরা ভগবানকে আমাদের মতো একজন অপূর্ণ মানুষ বলে মনে না করে, তাঁকে যথার্থরূপে ভগবান বলে বুঝতে পারি, তখন আর কোন রকম বিরোধ থাকে না।

শ্লোক ১৭

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্ ॥ ১৭ ॥

দুনোতি—আমাকে ব্যথা দেয়; **চেতঃ**—হৃদয়; **স্মরতঃ**—স্মরণ করার সময়; **মম**—আমার; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যতখানি; **আহ**—বলেছিলেন; **পাদৌ**—পা; **অভিবন্দ্য**—

বন্দনীয়; **পিত্রোঃ**—পিতামাতার; **তাত**—হে পিতা; **অম্ব**—হে মাতা; **কংসাৎ**—কংস থেকে; **উরু**—মহান; **শঙ্কিতানাম্**—যারা ভয়ে ভীত হয়েছিল; **প্রসীদতম্**—প্রসন্ন হন; **নঃ**—আমাদের; **অকৃত**—অসম্পাদিত; **নিষ্কৃতীনাম্**—আপনাকে সেবা করার কর্তব্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার চরণ সেবা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মাতঃ! হে পিতঃ! দয়া করে আপনারা আমাদের (আমার ও বলরামের) অক্ষমতা ক্ষমা করুন।" ভগবানের এই প্রকার আর সমস্ত আচরণের স্মৃতি আমার হৃদয়কে ব্যথাতুর করছে।

তাৎপর্য

মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁদের লুকোতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যদি পরমেশ্বর ভগবান হন, তাহলে তাঁদের পক্ষে কংসের ভয়ে ভীত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এই প্রকার উক্তি কি তাহলে পরস্পরবিরোধী? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে বসুদেব তাঁকে রক্ষাবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনও ভাবেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে তিনি কৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। যেহেতু বসুদেব ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি ভাবতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মতো নিহত হবে। নৈতিক দৃষ্টিতে, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কংসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, কেননা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর সব কটি সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের ফলে তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন, এবং বসুদেবের এই অপ্রাকৃত মনোভাবের জন্য ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি বসুদেবের গভীর স্নেহ শিথিল করতে চাননি, এবং তাই তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক নন্দ ও যশোদার গৃহে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। বসুদেবের প্রগাঢ় প্রেম পরীক্ষা করার জন্য, তাঁর পিতা যখন তাঁকে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাত থেকে কৃষ্ণ জলে পড়ে গিয়েছিলেন। বসুদেব তাঁর পুত্রের জন্য তখন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন এবং নদীর গভীর জল থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য উন্মত্তের মতো চেষ্টা করেছিলেন।

এই সমস্ত হচ্ছে ভগবানের মহিমান্বিত লীলাসমূহ, এবং তাতে কোন রকম পরস্পর বিরোধ নেই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, তিনি কখনও কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পিতাকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি ভয়ে ভীত হওয়ার অভিনয় করেছিলেন, এবং তাঁর সর্বোচ্চ চরিত্রের সবচাইতে উজ্জ্বল দিকটি হচ্ছে, কংসের ভয়ে গৃহ থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার পদসেবা করতে না পারার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। যাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা সর্বদা সেবা করেন, তিনি বসুদেবের পদসেবা করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের দেওয়া এই শিক্ষা জগতের প্রতি সর্বতোভাবে উপযুক্ত। এমনকি পরমেশ্বর ভগবানেরও তাঁর পিতামাতার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। পুত্র পিতামাতার কাছে এতই ঋণী যে, তাঁদের সেবা করা তার অবশ্য কর্তব্য, তা তিনি যতই মহান হোন না কেন। পরোক্ষভাবে, পরম পিতারূপে ভগবানকে স্বীকার করতে চায় না যে সমস্ত নাস্তিক, শ্রীকৃষ্ণ তাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, এবং এই আচরণ থেকে তারা শিক্ষালাভ করতে পারে কিভাবে পরম পিতা ভগবানকে শ্রদ্ধা করতে হয়। ভগবানের এই মহিমান্বিত আচরণে উদ্ধব বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে সক্ষম হননি।

শ্লোক ১৮

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রিসরোজরেণুং
বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্ ।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ১৮ ॥

কঃ—অন্য কে; **বা**—অথবা; **অমুষ্য**—ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **সরোজ-রেণুম্**—পদ্ম ফুলের রেণু; **বিস্মর্তুম্**—ভুলে যেতে; **ঈশীত**—সক্ষম হতে পারে; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিজিঘ্রন্**—আঘ্রাণ করে; **যঃ**—যিনি; **বিস্ফুরৎ**—বিস্তৃত হয়ে; **ভ্রূ-বিটপেন**—ভ্রূর পত্রের দ্বারা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **কৃত-অন্তেন**—মৃত্যুরূপ আঘাতের দ্বারা; **তিরশ্চকার**—দূর করেছিলেন।

অনুবাদ

যারা পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তের দ্বারা তাদের সংহার করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের রেণু এমনকি একবার মাত্রও যিনি আঘ্রাণ করেছেন, তিনি কি আর তা বিস্মৃত হতে পারেন?

তাৎপর্য

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক আজ্ঞাপালনকারী পুত্রের মতো আচরণ করেছিলেন, তবুও তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা যায় না। তাঁর কার্যকলাপ এতই অসাধারণ ছিল যে, কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূকুটি বিলাসের দ্বারা তিনি পৃথিবী ভারাক্রান্তকারী দুষ্কৃতকারীদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টা—দেখা গেছে; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **ননু**—নিশ্চয়ই; **রাজসূয়ে**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে; **চৈদ্যস্য**—চেদিরাজের (শিশুপাল); **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দ্বিষতঃ**—বিদ্বেষী; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **সিদ্ধিঃ**—সাফল্য; **যাম্**—যাঁকে· **যোগিনঃ**—যোগিরা; **সংস্পৃহয়ন্তি**—প্রবলভাবে ইচ্ছা করেন; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যোগেন**—যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **কঃ**—কে; **তৎ**—তাঁর; **বিরহম্**—বিরহ; **সহেত**—সহ্য করতে পারে।

অনুবাদ

আপনি নিজেও দেখেছেন কিভাবে চেদিরাজ (শিশুপাল) কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও, যোগীরা সম্যক্ যোগ অনুশীলন করার প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, সেই সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর বিরহ কে সহ্য করতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শিত হয়েছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট সভায়। তিনি তাঁর শত্রু চেদিরাজের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, সে ছিল সর্বদা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বী। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সম্ভব নয়, তাই চেদিরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। সেদিক দিয়ে সে ছিল কংস ও জরাসন্ধের ন্যায় অসুরদের মতো। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেছিল, এবং

ভগবান অবশেষে তাকে সংহার করেছিলেন। কিন্তু সেই সভায় উপস্থিত সকলেই দেখেছিলেন যে, চেদিরাজের দেহ থেকে এক জ্যোতি বেরিয়ে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গিয়েছিল। তার অর্থ হচ্ছে যে, চেদিরাজ ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেছিল, যা হচ্ছে বহু কৃচ্ছ্র সাধনার প্রভাবে জ্ঞানী ও যোগীদের ঈপ্সিত সিদ্ধি।

বাস্তবিকপক্ষে, যারা মনের জল্পনা-কল্পনা বা যোগবলের দ্বারা পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা করে, তারা ভগবানের হস্তে নিহত অসুরদের গতি প্রাপ্ত হয়। তারা উভয়েই ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে। ভগবান তাঁর শত্রুদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ, এবং চেদিরাজের সিদ্ধিলাভ সেই সভায় উপস্থিত সকলেই দেখতে পেয়েছিলেন। বিদুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাই উদ্ধব তাঁকে সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ ।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতঃ পদমাপুরস্য ॥ ২০ ॥

তথা—তেমনই; **এব চ**—এবং নিশ্চিতভাবে; **অন্যে**—অন্যেরা; **নর-লোক**—মানব-সমাজ; **বীরাঃ**—যোদ্ধাগণ; **যে**—যারা; **আহবে**—রণক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে); **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **মুখ-অরবিন্দম্**—মুখকমল; **নেত্রৈঃ**—নেত্রের দ্বারা; **পিবন্তঃ**—পান করার সময় (অবলোকন করার সময়); **নয়ন-অভিরামম্**—নেত্রের আনন্দদায়ক; **পার্থ**—অর্জুন; **অস্ত্র-পূতঃ**—বাণের দ্বারা পবিত্র; **পদম্**—পদ; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **অস্য**—তাঁর।

অনুবাদ

তেমনই অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণের আঘাতে পবিত্র হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর মুখকমলের শোভা তাঁদের নয়ন দ্বারা পান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আসেন দুটি উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য—সাধুদের পরিত্রাণ করা এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা। কিন্তু যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই তাঁর দুই প্রকার কার্যকলাপ যদিও আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন বলে মনে হয়, চরমে তা এক এবং অভিন্ন। শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য শিশুপালের মতো ব্যক্তিদের সংহারও মঙ্গলময়। যে সমস্ত যোদ্ধা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভক্তদেরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে *নয়নাভিরাম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যখন রণক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল। শিশুপালও ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু সে তাঁকে তার শত্রুরূপে দর্শন করেছিল, এবং তার ফলে তার প্রেম জাগরিত হয়নি। তাই শিশুপাল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেছিল। অন্য যাঁরা, বন্ধু অথবা শত্রু না হয়ে, তটস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে কিয়ৎ পরিমাণে ভগবৎ প্রেম লাভ করেছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। ভগবানের ধাম হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, এবং যেখানে তাঁর অংশগণ অবস্থান করেন, সেই জায়গাটিকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, সেখানে ভগবান নারায়ণরূপে বিরাজমান। ভগবৎ প্রেম সুপ্তভাবে প্রতিটি জীবের হৃদয়েই রয়েছে, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সুপ্ত শাশ্বত ভগবৎ প্রেম জাগরিত করা। কিন্তু সেই অপ্রাকৃত প্রেম জাগরিত করার বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। যাঁদের ভগবৎ প্রেম পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে, তাঁরা চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যান, কিন্তু যাঁদের ভগবৎ প্রেম ঘটনাক্রমে বা সঙ্গ প্রভাবে জাগরিত হয়, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। তত্ত্বতঃ গোলোক ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে কোন ভৌতিক পার্থক্য নেই। বৈকুণ্ঠে ভগবান অসীম ঐশ্বর্যের দ্বারা সেবিত হন, আর গোলোকে তিনি স্বাভাবিক প্রেমের দ্বারা সেবিত হন।

এই ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয় শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। এখানে *পার্থাস্ত্রপূতঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে অর্জুনের বাণের আঘাতে নিষ্পাপ হয়েছিলেন। ভগবান অবতরণ করেছিলেন পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, এবং অর্জুন তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। অর্জুন নিজে যুদ্ধ করতে চাননি, এবং ভগবান ভগবদ্গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ

ভক্তরূপে অর্জুন তাঁর নিজস্ব বিচার পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং তাই অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন ভূভার হরণ করার কাজে ভগবানকে সাহায্য করার জন্য। শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় ভগবানের জন্য কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কিছু করণীয় নেই। অর্জুন কর্তৃক নিহত হওয়া স্বয়ং ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার মতো। শত্রুদের প্রতি অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণের আঘাতে সেই শত্রুরা তাদের সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিদাকাশে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হয়েছিল। যে সমস্ত যোদ্ধারা ভগবানের মুখকমলের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল, এবং তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁরা শিশুপালের মতো ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার নির্বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হননি। শিশুপালের মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ জাগরিত হয়নি, কিন্তু অন্যেরা মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই চিদাকাশে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁদের ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল, তাঁরা চিদাকাশে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উদ্ধব শোক করেছিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের মতো সৌভাগ্যবান হতে পারেননি, কেননা তাঁরা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন অথচ তাঁকে ভগবানের অন্তর্ধানের পর এই জগতে থেকে শোক করতে হচ্ছিল।

শ্লোক ২১

স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; **তু**—কিন্তু; **অসাম্য**—অনুপম; **অতিশয়ঃ**—মহত্তর; **ত্রি-অধীশঃ**—তিনের প্রভু; **স্বারাজ্য**—স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্ব; **লক্ষ্মী**—সৌভাগ্য; **আপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সমস্ত-কামঃ**—সমস্ত বাসনা; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **হরদ্ভিঃ**—নিবেদিত; **চির-লোক-পালৈঃ**—সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী শাশ্বত লোকপালদের দ্বারা; **কিরীট-কোটি**—কোটি কোটি মুকুট; **এড়িত-পাদ-পীঠঃ**—যাঁর পাদপদ্ম স্তবের দ্বারা বন্দিত হয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনের অধীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী স্বতন্ত্র পরম পুরুষ। অসংখ্য লোকপালেরা তাঁদের মুকুট তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করে বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা তাঁর পূজা করেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত শ্লোকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও অত্যন্ত কোমল এবং কৃপালু, তবুও তিনি তিনের অধীশ্বর। তিনি ত্রিলোকের, প্রকৃতির তিন গুণের এবং তিন পুরুষাবতারের (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) পরম অধীশ্বর। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রও রয়েছেন। আর তা ছাড়া, শেষমূর্তি রয়েছেন যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে তাঁর ফণার উপর ধারণ করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলের প্রভু। মনু অবতাররূপে তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনুদের আদি উৎস। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ৫,০৪,০০০ মনু রয়েছেন। ভগবান চিৎ শক্তি, মায়াশক্তি ও তটস্থা শক্তি—এই তিনটি প্রধান শক্তির অধীশ্বর, এবং তিনি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার সৌভাগ্যের পরিপূর্ণ প্রভু। আনন্দ আস্বাদনের বিষয়ে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, এবং অবশ্যই তাঁর থেকে মহানও কেউ নন। কেউ তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই, তা তিনি যেই হোন না কেন অথবা যেখানেই হোন না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হওয়া। সমস্ত দিব্য লোকপালেরা যে তাঁর শরণাগত হয়ে বিভিন্ন প্রকার উপচার নিবেদন করার মাধ্যমে তাঁর পূজা করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শ্লোক ২২

তত্তস্য কৈঙ্কর্যমলং ভৃতান্নো
বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্ ।
তিষ্ঠন্নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥

তৎ—তাই; **তস্য**—তাঁর; **কৈঙ্কর্যম্**—সেবা; **অলম্**—অবশ্যই; **ভৃতান্**—ভৃত্যগণ; **নঃ**—আমাদের; **বিগ্লাপয়তি**—ব্যথা দেয়; **অঙ্গ**—হে বিদুর; **যৎ**—যতখানি;

উগ্রসেনম্—মহারাজ উগ্রসেনকে; **তিষ্ঠন্**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **নিষণ্ণম্**—তাঁর অপেক্ষা করে; **পরমেষ্ঠি-ধিষ্ণ্যে**—রাজসিংহাসনে; **ন্যবোধয়ৎ**—নিবেদন করেন; **দেব**—প্রভু বলে সম্বোধন করে; **নিধারয়**—দয়া করে জেনে রাখুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে বিদুর, রাজসিংহাসনে আসীন উগ্রসেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), "মহারাজ, দয়া করে অবধান করুন" এই বলে নিবেদন করতেন, সেই কথা স্মরণ হওয়ার ফলে আমার মতো ভৃত্যদের অন্তঃকরণ কি ব্যথিত হয় না?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত পিতা, পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদি গুরুজনদের সম্মুখে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার, তাঁর তথাকথিত পত্নী, সখা ও সমবয়স্কদের প্রতি তাঁর মধুর ব্যবহার, মা যশোদার সম্মুখে তাঁর শিশুরূপ আচরণ, এবং যুবতী গোপীদের সঙ্গে তাঁর দুষ্টু আচরণ উদ্ধবের মতো ভক্তকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে না। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা ভগবানের এই প্রকার মনুষ্যসদৃশ আচরণে বিভ্রান্ত হয়। ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতায় (৯/১১) এই বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

যে সমস্ত মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ এবং পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তাঁকে অবজ্ঞা করে। ভগবদ্গীতায় ভগবান স্পষ্টরূপে তাঁর পরম পদের বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক অধ্যয়নকারীরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গীতার অসৎ ব্যাখ্যা করে এবং তাদের হতভাগ্য অনুগামীদের সেই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করে বিপথগামী করে। এই প্রকার দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষেরা সেই মহান গ্রন্থের কয়েকটি বাণী কেবল গ্রহণ করে, কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে না। উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা কিন্তু কখনই এই প্রকার নাস্তিক সুবিধাবাদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ২৩

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৩ ॥

অহো—আহা; **বকী**—পুতনা রাক্ষসী; **যম্**—যাঁকে; **স্তন**—তার স্তনের; **কাল-কূটম্**—কালকূট বিষ; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিল; **অপি**—যদিও; **অসাধ্বী**—দুষ্টা; **লেভে**—লাভ করেছিল; **গতিম্**—গতি; **ধাত্রী-উচিতাম্**—ধাত্রীর যোগ্য; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অন্যম্**—অন্য; **কম্**—কে; **বা**—নিশ্চয়ই; **দয়ালুম্**—দয়ালু; **শরণম্**—আশ্রয়; **ব্রজেম**—গ্রহণ করব।

অনুবাদ

আহা! দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীর যোগ্য গতি লাভ করেছিল। তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে যে, আমি তার শরণাপন্ন হব?

তাৎপর্য

এখানে শত্রুর প্রতিও ভগবানের অসীম করুণার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে। কথিত আছে যে, বিষ থেকে যেমন অমৃত আহরণ করতে হয়, তেমনই মহানুভব ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তিরও সদ্‌গুণ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবে পুতনা রাক্ষসী তাঁকে কালকূট প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু পুতনা ছিল একজন রাক্ষসী, তাই তার পক্ষে এটা জানা অসম্ভব ছিল যে, শিশুরূপে লীলাবিলাস করলেও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর ভক্ত যশোদার আনন্দবিধানের জন্য যদিও তিনি একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ভগবত্তা কোন অংশে হ্রাস পায়নি। ভগবান একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন অথবা মনুষ্যেতর রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য হয় না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি পরমেশ্বর ভগবান। অথচ কোন জীব তার কঠোর তপস্যার ফলে যতই শক্তিশালী হোন না কেন, কখনই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না।

যেহেতু পুতনা স্নেহময়ী মাতার মতো শ্রীকৃষ্ণকে তার স্তনদান করেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে মাতারূপে স্বীকার করেছিলেন। ভগবান জীবের অতি নগণ্য গুণও অঙ্গীকার করে তাকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। এইটিই হচ্ছে তাঁর মহিমা। তাই, ভগবান ছাড়া আর কে চরম আশ্রয় হতে পারে?

শ্লোক ২৪

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ ।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **অসুরান্**—অসুরেরা; **ভাগবতান্**—মহান্ ভক্তগণ; **ত্রি-অধীশে**—ত্রিলোকের অধীশ্বরকে; **সংরম্ভ**—শত্রুতা; **মার্গ**—পথে; **অভিনিবিষ্ট-চিত্তান্**—চিন্তায় মগ্ন; **যে**—যারা; **সংযুগে**—যুদ্ধে; **অচক্ষত**—দেখতে পেরেছিলেন; **তার্ক্ষ্য-পুত্রম্**—ভগবানের বাহন গরুড়; **অংসে**—পৃষ্ঠে; **সুনাভ**—চক্র; **আয়ুধম্**—অস্ত্রধারী; **আপতন্তম্**—এগিয়ে আসতে।

অনুবাদ

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরেরা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর প্রতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে তার্ক্ষ্য (কশ্যপ) পুত্র গরুড়ের স্কন্ধে চক্র হস্তে তাঁকে তাদের সম্মুখে দর্শন করেছিল, সেই অসুরদেরও আমি অধিক ভাগ্যবান ভক্ত বলে মনে করি।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অসুরেরা ভগবানের সম্মুখে যুদ্ধ করেছিল, তারা ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার ফলে মুক্তিলাভ করেছিল। ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে তারা এই মুক্তিলাভ করেনি; ভগবানের করুণার প্রভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছিল। যাঁরাই ভগবানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরাই মহান লাভবান হন। ভগবানের মহিমার প্রভাবে তাঁরা মুক্তি পর্যন্ত লাভ করেন। তিনি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত মুক্তিদান করেন, কেননা তারা তাঁর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পরোক্ষভাবে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে,

অসুরেরা কখনই শুদ্ধ ভক্তের সমকক্ষ নয়, কিন্তু তাঁর বিরহ অনুভূতির ফলে উদ্ধব সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম সময়ে হয়তো তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন না, যে সৌভাগ্য সেই অসুরদের হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত ভগবানের প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমে সর্বদা তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকেন, এবং তার ফলে তাঁরা অসুরদের থেকেও শত-সহস্র গুণে অধিক পুরস্কৃত হন। এই প্রকার ভক্ত চিৎ জগতে উন্নীত হন, যেখানে তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় অস্তিত্ব লাভ করে ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করেন। অসুরেরা নির্বিশেষবাদী, তাই তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তেরা চিৎ জগতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। এই দুই প্রকার স্থিতির সঙ্গে মহাকাশে বিচরণ এবং আকাশের কোন গ্রহে অবস্থান করার তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহে অবস্থানকারী জীবের আনন্দ সূর্যের কিরণ কণায় লীন হয়ে যাওয়া অশরীরী থেকে অনেক গুণ বেশি। তাই, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের শত্রুর থেকে অধিক অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না; পক্ষান্তরে তারা উভয়েই একই প্রকার মুক্তিলাভ করে।

শ্লোক ২৫

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে ।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥

বসুদেবস্য—বসুদেবের পত্নী; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **জাতঃ**—আবির্ভূত; **ভোজেন্দ্র**—ভোজরাজের; **বন্ধনে**—কারাগারে; **চিকীর্ষুঃ**—করার জন্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অস্যাঃ**—পৃথিবীর; **শম্**—কল্যাণ; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, ভোজরাজের কারাগারে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবুও ভক্তেরা সাধারণত ভগবানের তিরোভাবের কথা আলোচনা করেন না। বিদুর

পরোক্ষভাবে উদ্ধবের কাছে ভগবানের তিরোধানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেননা তিনি কৃষ্ণকথা বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে বর্ণনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। এইভাবে উদ্ধব মথুরায় ভোজরাজ কংসের কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব থেকে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। এই জগতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, তথাপি ব্রহ্মার মতো ভক্তেরা যখন তাঁকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সারা জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ভগবদ্গীতায় (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্লোক ২৬

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা ।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গোচারণ ভূমিতে; **ইতঃ**—পালিত হয়ে; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **কংসাৎ**—কংস থেকে; **বিবিভ্যতা**—ভীত হয়ে; **একাদশ**—একাদশ; **সমাঃ**—বছর; **তত্র**—সেখানে; **গূঢ়-অর্চিঃ**—আচ্ছাদিত অগ্নি; **স-বলঃ**—বলদেবসহ; **অবসৎ**—বাস করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, কংসের ভয়ে ভীত পিতা কর্তৃক আনীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গোচারণভূমিতে তিনি এগার বছর আচ্ছাদিত অগ্নির মতো বলদেবসহ বাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেই কংস তাঁকে হত্যা করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হওয়ার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। অসুরদের কাজই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হত্যা করার চেষ্টা করা অথবা সর্বতোভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, একজন সাধারণ মানুষমাত্র। কংসের মতো মানুষদের এই প্রকার সংকল্পে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিচলিত হন না, পক্ষান্তরে, শিশুরূপে লীলাবিলাস করার জন্য ভগবান তাঁর পিতা কর্তৃক নন্দ

মহারাজের গোচারণভূমিতে নীত হয়েছিলেন, তাছাড়া বসুদেব কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন। নন্দ মহারাজের দাবি ছিল তাঁকে শিশুরূপে পাওয়া, এবং ভগবানের শিশুরূপে লীলাবিলাসও মা যশোদা আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, তাই সকলের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, কংসের কারাগারে তাঁর আবির্ভাবের পরেই মথুরা থেকে তাঁকে বৃন্দাবনে আনা হয়েছিল। তিনি সেখানে এগার বছর অবস্থান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রথম প্রকাশ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামসহ তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাবিলাস করেছিলেন। কংসের ক্রোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য বসুদেবের চিন্তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেরই একটি অংশ। কেউ যখন ভগবানকে তাঁর আশ্রিত পুত্র বলে মনে করে পিতার মতো সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখন ভগবান যাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞানে তাঁর আরাধনা করছেন, তাঁদের সেই আরাধনা থেকেও অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি সকলের পিতা, এবং তিনি সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন মনে করেন যে, ভগবানকে তাঁর রক্ষা করতে হবে, তখন ভগবান অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। এইভাবে বসুদেব যখন কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন ভগবান আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে, তিনি কংস অথবা অন্য কারোর ভয়ে ভীত নন।

শ্লোক ২৭

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ২৭ ॥

পরীতঃ—পরিবেষ্টিত; **বৎসপৈঃ**—গোপবালকগণ; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **ব্যহরৎ**—বিহার করেছিলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **যমুনা**—যমুনা নদী; **উপবনে**—তীরবর্তী উদ্যানে; **কূজৎ**—কলরবের দ্বারা মুখরিত; **দ্বিজ**—পক্ষী; **সঙ্কুলিত**—ঘনভাবে অবস্থিত; **অঙ্ঘ্রিপে**—বৃক্ষসমূহে।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর শৈশবে গোপবালক এবং গো-বৎসে পরিবৃত হয়ে পক্ষীকুলের কাকলি কূজনে মুখরিত ঘন বৃক্ষসঙ্কুল যমুনাতটের উপবনে বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ছিলেন রাজা কংসের ভৌম্যাধিকারী, কিন্তু যেহেতু জাতিতে তিনি ছিলেন বৈশ্য, তাই তিনি হাজার হাজার গরু পালন করতেন। বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে গাভীদের রক্ষণ এবং পালন করা, ঠিক যেমন ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে মানুষদের রক্ষা করা। যেহেতু ভগবান শিশুরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তাঁর অন্যান্য সমবয়সী গোপসখাদের সঙ্গে বাছুরদের তত্ত্বাবধান করার কার্যে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে মহান ঋষি ও যোগী ছিলেন, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং তাঁর সমবয়সীরূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই সমস্ত গোপবালকেরা কখনও বিচার করেননি কৃষ্ণ কে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় সখারূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করেছিলেন। তাঁরা ভগবানের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, রাতের বেলায় তাঁরা সব সময়ে চিন্তা করতেন কখন সকাল হবে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার তাঁরা একত্রে গোচারণ করার জন্য বনে যাবেন।

যমুনা নদীর তীরবর্তী বনগুলি ছিল আম, জাম, কাঁঠাল, আপেল, পেয়ারা, কমলা, আঙ্গুর, তাল আদি ফল এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি ফুলের উদ্যানে পূর্ণ। আর যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সেই সমস্ত বৃক্ষের শাখায় চক্রবাক, সারস, ময়ূর ইত্যাদি পক্ষী শোভা পেত। এই সমস্ত বৃক্ষ ও পশু-পক্ষী ছিল ধর্মাত্মা প্রাণী। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদ গোপবালকদের আনন্দবিধানের জন্য বৃন্দাবন ধামে তাদের জন্ম হয়েছিল।

শিশুরূপে তাঁর সাথীদের সঙ্গে খেলা করার সময় ভগবান অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, গর্দভাসুর আদি বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন। যদিও তিনি একটি শিশুরূপে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মতো। অগ্নির একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যেমন বিপুল পরিমাণ দাহ্য পদার্থকে প্রজ্জ্বলিত করে, ঠিক তেমনই ভগবান এই সমস্ত মহা অসুরদের তাঁর শৈশব থেকেই নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান কালে সংহার করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের শৈশবের ক্রীড়াভূমি বৃন্দাবন আজও রয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টিশক্তির গোচরীভূত না হলেও, সেই সমস্ত স্থানে গেলে যে কোন মানুষই সেই অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভগবানের ধামও ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই তা ভগবানের ভক্তদের কাছে ভগবানেরই মতো আরাধ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

অনুগামীরা তাঁর সেই নির্দেশ বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। আর যেহেতু ভগবানের ধাম ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই উদ্ধব, বিদুরপ্রমুখ ভগবদ্ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য, তা তিনি দৃশ্য হোন অথবা অদৃশ্য হোন, সেই সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ভগবানের সহস্র সহস্র ভক্ত এখনও বৃন্দাবনের সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে বিচরণ করেন, এবং তাঁরা সকলেই তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন।

শ্লোক ২৮

কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্ ।
রুদন্নিব হসন্মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ ॥ ২৮ ॥

কৌমারীম্—শিশুসুলভ; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শনকালে; **চেষ্টাম্**—কার্যকলাপ; **প্রেক্ষণীয়াম্**—দর্শনীয়; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের দ্বারা; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **ইব**—ঠিক যেমন; **হসন্**—হেসে; **মুগ্ধ**—বিস্ময়ান্বিত; **বাল-সিংহ**—সিংহ-শাবক; **অবলোকনঃ**—সেই রকম দেখাত।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তা কেবল ব্রজবাসীদের কাছেই প্রকট হয়েছিল। কখনও তিনি ঠিক একটি শিশুর মতো রোদন করেছিলেন এবং কখনও হাস্য করেছিলেন, এবং তখন তাঁকে একটি মুগ্ধ সিংহ-শিশুর মতো দেখাত।

তাৎপর্য

কেউ যদি ভগবানের বাল্যলীলা আস্বাদন করতে চান, তাহলে তাঁকে নন্দ, উপনন্দ বা অন্য কোন পিতৃতুল্য ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। শিশুরা কখনও কখনও কোন কিছু পাওয়ার জন্য এমনভাবে ক্রন্দন করে, যার ফলে সমস্ত প্রতিবেশীদের শান্তি ভঙ্গ হয়, আর তারপর তার সেই ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়ার পরে, সে হাসতে থাকে। এই প্রকার ক্রন্দন ও হাস্য পিতামাতা ও পরিবারের বয়স্ক গুরুজনদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তাই ভগবানও একই সময়ে ক্রন্দন করতেন ও হাস্য করতেন এবং তাঁর ভক্ত পিতামাতাকে দিব্য আনন্দে মগ্ন রাখতেন। নন্দ মহারাজের মতো ব্রজবাসীরাই কেবল এই সমস্ত ঘটনা উপভোগ করতে পারেন,

ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার উপাসক নির্বিশেষবাদীরা কখনও তা পারে না। কখনও কখনও বনে অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়ান্বিত হতেন, কিন্তু তখন তিনি একটি সিংহ-শিশুর মতো তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সংহার করতেন। তাঁর শিশু-সাথীরাও শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কার্যকলাপ দর্শন করে মুগ্ধ হতেন, এবং ঘরে ফিরে এসে তাঁদের পিতামাতার কাছে সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন, আর সকলেই তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের গুণ প্রশংসা করতেন। শিশু-কৃষ্ণ কেবল তাঁর পিতামাতা নন্দ ও যশোদারই পুত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের সমস্ত বয়স্ক অধিবাসীদেরই পুত্র এবং তাঁর সমবয়সী সমস্ত ছেলে-মেয়েদের সখা। সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসত। তিনি ছিলেন সকলের, এমনকি গাভী ও গোবৎসাদি পশুদেরও জীবনসর্বস্ব।

শ্লোক ২৯

স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্ ।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ২৯ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **এব**—নিশ্চয়ই; **গো-ধনম্**—গাভীরূপী সম্পদ; **লক্ষ্ম্যাঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **নিকেতম্**—উৎস; **সিত-গো-বৃষম্**—সুন্দর গাভী এবং বৃষ; **চারয়ন্**—চারণ করে; **অনুগান্**—অনুগামীদের; **গোপান্**—গোপবালকদের; **রণৎ**—বাজিয়ে; **বেণুঃ**—বাঁশি; **অরীরমৎ**—উল্লসিত করেছিলেন।

অনুবাদ

পরম সুন্দর গাভী ও বৃষদের চারণ করতে করতে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের আলয় ভগবান তাঁর বংশী বাজাতেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোপবালকদের উল্লসিত করতেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যখন ছয়-সাত বছর বয়স হয়েছিল, তখন তাঁকে গোচারণ ভূমিতে গাভী ও বৃষদের তত্ত্বাবধান করার ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ভৌম্য অধিকারির পুত্র যাঁর শত সহস্র গাভী ছিল। বৈদিক সমাজে সঞ্চিত শস্য এবং গাভীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করা হত কে কত ধনী। কেবল গাভী ও শস্য এই দুয়ের দ্বারা মানবসমাজ সমস্ত আহারের সমস্যা সমাধান করতে

পারে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য মানবসমাজের প্রয়োজন কেবল যথেষ্ট শস্য এবং যথেষ্ট গাভী। এই দুটি ছাড়া আর সবই হচ্ছে কৃত্রিম আবশ্যকতা যা মানুষ তার মানবজীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের বৃথা অপচয় এবং অনাবশ্যক বিষয়ে তার সময় নষ্ট করার জন্য সৃষ্টি করেছে। মানবসমাজের আদর্শ শিক্ষকরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর আচরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন কিভাবে বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে গাভী ও বৃষ পালন করা এবং এই সব মূল্যবান পশুদের রক্ষা করা। স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে, গাভী হচ্ছে মানুষের মাতা এবং বৃষ হচ্ছে পিতা। গাভী মাতা, কেননা ঠিক যেমন শিশু তার মায়ের স্তন পান করে, সমগ্র মানবসমাজও গাভীর দুগ্ধে পালিত হয়। তেমনই, বৃষ হচ্ছে মানবসমাজের পিতা, কেননা পিতা যেমন সন্তানদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, ঠিক তেমনই বৃষ জমি চাষ করে খাদ্য-শস্য উৎপাদন করে। মানবসমাজ মাতা ও পিতাকে হত্যা করে জীবনের চেতনার সমাপ্তি সম্পাদন করছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাভী ও বৃষরা লাল, কাল, সবুজ, হলুদ, ধূসর ইত্যাদি নানা বর্ণের ছিল। তাদের বর্ণ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যে চতুর্দিক উজ্জীবিত হয়েছিল।

সর্বোপরি, ভগবান তাঁর প্রসিদ্ধ বংশী বাজাতেন। সেই বংশীর ধ্বনি তাঁর সখাদের এমনই অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদান করত যে, তাঁরা ব্রহ্মানন্দের আলোচনা পর্যন্ত ভুলে যেতেন, যার প্রশংসা নির্বিশেষবাদীরা পর্যন্ত বিশেষভাবে করে থাকে। এই সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁদের সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামী পরে বর্ণনা করবেন, তাঁরা তাঁদের পুঞ্জীভূত পুণ্যের প্রভাবে ভগবানের সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করছিলেন এবং তাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩০) ভগবানের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনির বর্ণনা করা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মাজী বললেন, "আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অপ্রাকৃত বংশী বাদন করে। তাঁর চোখ দুটি ঠিক পদ্মফুলের মতো, তাঁর মাথায় ময়ূরের পাখা শোভা পাচ্ছে, এবং তাঁর দেহের বর্ণ নবীন কৃষ্ণমেঘের মতো, যদিও তাঁর অঙ্গের শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের থেকেও অধিক সুন্দর।" এইগুলি হচ্ছে ভগবানের বিশেষ রূপ।

শ্লোক ৩০

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩০ ॥

প্রযুক্তান্—যুক্ত; **ভোজ-রাজেন**—রাজা কংস কর্তৃক; **মায়িনঃ**—মহা মায়াবী; **কাম-রূপিণঃ**—যে তার ইচ্ছা অনুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে; **লীলয়া**—লীলাচ্ছলে; **ব্যনুদৎ**—সংহার করেছিলেন; **তান্**—তাদের; **তান্**—তারা যখন সেখানে এসেছিল; **বালঃ**—শিশু; **ক্রীড়নকান্**—পুতুল; **ইব**—সমান।

অনুবাদ

ভোজরাজ কংস কর্তৃক কামরূপধারী মহা মায়াবী অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভগবান লীলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পুতুল ভেঙে ফেলে।

তাৎপর্য

নাস্তিক কংস শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জন্মের ঠিক পরেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে তাঁকে মারতে পারেনি। তারপর সে খবর পেয়েছিল যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে রয়েছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণে সক্ষম মায়াবীদের নিযুক্ত করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। তারা সকলে অঘ, বক, পুতনা, শকট, তৃণাবর্ত, ধেনুক এবং গর্দভ আদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সুযোগ পেলেই ভগবানকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা সকলে একে একে ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছিল, ঠিক যেন ভগবান পুতুল নিয়ে খেলা করছেন। শিশুরা সিংহ, হাতি, শূকর আদি নানা রকম পুতুল নিয়ে খেলা করে, যা অনেক সময় খেলতে খেলতে ভেঙে যায়। সর্বশক্তিমান ভগবানের সামনে যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যেন শিশুর খেলার সিংহের পুতুলের মতো। কোনভাবেই কেউ ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং তাই কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়, এবং কোন প্রচেষ্টার দ্বারা কেউই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পারমার্থিক উপলব্ধির তিনটি স্বীকৃত পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ণতা লাভের দ্বারা জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তি এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। তিনি যখন একটি শিশুরূপে তাঁর মা যশোদার ক্রোড়ে

খেলা করছিলেন, অথবা তাঁর অপ্রাকৃত সখাদের সঙ্গে একটি গোপবালকরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, সর্ব অবস্থাতেই তাঁর ষড়ৈশ্বর্যের স্বল্পমাত্র হ্রাস না করেই তিনি তা করছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই অজেয়।

শ্লোক ৩১

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্ ।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্‌গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

বিপন্নান্—মহা বিপদে বিভ্রান্ত; **বিষ-পানেন**—বিষ পান করে; **নিগৃহ্য**—দমন করে; **ভুজগ-অধিপম্**—সর্পদের মধ্যে প্রধান; **উত্থাপ্য**—বেরিয়ে আসার পর; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **গাবঃ**—গাভীদের; **তৎ**—তা; **তোয়ম্**—জল; **প্রকৃতি**—প্রাকৃতিক; **স্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

কালীয় সর্পের বিষে যখন যমুনার এক অংশ বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মহা দুর্দশায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান তখন সেই সর্পরাজকে দণ্ডদান করে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তারপর নদী থেকে উঠে এসে, যমুনার জল যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি গাভীদের সেই জল পান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

অযাজয়দ্‌গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষন্ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥ ৩২ ॥

অযাজয়ৎ—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **গো-সবেন**—গো-পূজার দ্বারা; **গোপ-রাজম্**—গোপদের রাজা; **দ্বিজ-উত্তমৈঃ**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিত্তস্য**—সম্পত্তির; **চ**—ও; **উরু-ভারস্য**—মহান্ ঐশ্বর্য; **চিকীর্ষন্**—করার ইচ্ছায়; **সৎ-ব্যয়ম্**—যথার্থ উপযোগিতা; **বিভুঃ**—মহান্।

অনুবাদ

মহারাজ নন্দের সমৃদ্ধিশালী বিত্তসমূহ গো-পূজায় ব্যবহার করার বাসনায়, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে

উপদেশ দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে গো, অর্থাৎ গোচারণ ভূমি ও গাভীদের পূজা অনুষ্ঠান করার জন্য।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান সকলেরই শিক্ষক, তাই তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ভৌম্য অধিকারী এবং বহু গাভীর মালিক। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি প্রতি বছর মহা সমারোহে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করতেন। বৈদিক শাস্ত্রে জনসাধারণকে এইভাবে দেবতাদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারে। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের ভৃত্য যাঁরা বিভিন্ন কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করার কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তাই বৈদিক শাস্ত্রে দেবতাদের প্রসন্নতাবিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত তাঁকে দেবতাদের প্রসন্ন করার কোন প্রয়োজন হয় না। জনসাধারণ কর্তৃক দেব-দেবীদের পূজা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করার আয়োজনমাত্র, প্রকৃতপক্ষে তার আবশ্যকতা নেই। সাধারণত দেবতাদের প্রসন্ন করার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জড়জাগতিক লাভের জন্য। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁর পক্ষে গৌণ দেবতাদের উপাসনা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। কখনও কখনও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের দ্বারা পূজিত ও বন্দিত হওয়ার ফলে, দেবতারা তাঁদের শক্তির গর্বে গর্বান্বিত হয়ে পড়ে এবং ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব ভুলে যায়। তা ঘটেছিল শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন, এবং তার ফলে ভগবান দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাই মহারাজ নন্দকে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে সেই সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রী দিয়ে গাভী, গোচারণ ভূমি এবং গোবর্ধন পর্বতের পূজা করার অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও কর্মের ফল দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, যা তিনি ভগবদ্গীতাতেও নির্দেশ দিয়েছেন। তার ফলে ঈপ্সিত সাফল্য লাভ হবে। বৈশ্যদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কষ্টার্জিত ধন অপব্যয় না করে, তারা যেন গাভীদের রক্ষা করে এবং গোচারণ-ভূমি অথবা কৃষিক্ষেত্র তত্ত্বাবধান করে। তার ফলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। মানুষের কর্তব্যকর্মের সাফল্য নির্ণয় হয়, কি পরিমাণে তা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছে তার উপর; তা নিজের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে অথবা জাতির স্বার্থে, যে উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হোক না কেন।

শ্লোক ৩৩

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্ণতা ॥ ৩৩ ॥

বর্ষতি—বারি বর্ষণ করে; **ইন্দ্রে**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **ব্রজঃ**—গাভীদের ভূমি (বৃন্দাবন); **কোপাৎ ভগ্নমানে**—অপমানিত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে; **অতি**—অত্যন্ত; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত; **গোত্র**—গোবর্ধন পর্বত; **লীলা-আতপত্রেণ**—ছত্রধারণ লীলার দ্বারা; **ত্রাতঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **ভদ্র**—হে সৌম্য; **অনুগৃহ্ণতা**—কৃপাময় ভগবানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে সৌম্য বিদুর! দেবরাজ ইন্দ্র অপমানিত হওয়ার ফলে, বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন, এবং তার ফলে ব্রজভূমির অধিবাসীরা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের আকারে ধারণ করার লীলাবিলাসের দ্বারা তাঁদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্ ।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

শরৎ—শরৎকাল; **শশি**—চন্দ্রের; **করৈঃ**—কিরণের দ্বারা; **মৃষ্টম্**—উজ্জ্বল; **মানয়ন্**—মনে করে; **রজনী-মুখম্**—রাত্রির মুখ; **গায়ন্**—গান করে; **কল-পদম্**—মনোহর সঙ্গীত; **রেমে**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **মণ্ডল-মণ্ডনঃ**—রমণীমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থ সৌন্দর্য।

অনুবাদ

শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের জোছনায় উজ্জ্বল রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর সঙ্গীতের দ্বারা গোপীদের আকৃষ্ট করে রমণী-সমাজের ভূষণরূপে সুশোভিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গো-ভূমি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার পূর্বে ভগবান তাঁর রাসলীলা-বিলাস করার মাধ্যমে তাঁর সখী ব্রজগোপীদের আনন্দ দান করেছিলেন। এইখানে উদ্ধব ভগবানের বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা সমাপ্ত করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।